প্রশ্ন 1 ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলির বর্ণনা দাও।
অথবা, ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিসমূহ আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে 36 থেকে 51 নং ধারাসমূহে 'রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এগুলিকে সাধারণভাবে চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

[1] **সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বিষয়ক নীতি:** সংবিধানের 38, 39, 41, 42, 43 নং ধারাগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বিষয়ক নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[a] 38 (1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র জনকল্যাণসাধনের ব্যাপারে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হবে। 38 (2) নং ধারায় বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন মর্যাদা, সুযোগসুবিধা ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য চেষ্টা করবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই যাতে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায়, রাষ্ট্র সেদিকে লক্ষ রাখবে।

[b] সংবিধানের 39 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাধীন পরিবেশে বড়ো হওয়ার সুযোগ পায়, শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে না পড়ে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে এবং দরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্র বিনা খরচে আইনের সাহায্য দেবে।

[c] সংবিধানের 41 নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র তার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার দান করবে। তা ছাড়া বেকার ও বার্ধক্যপীড়িত মানুষদের রাষ্ট্র সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবে।

[d] সংবিধানের 42 নং ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে মানবোচিত কাজকে বাস্তবায়িত করা এবং প্রসূতিরা যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় সেদিকে লক্ষ রাখা।

[e] সংবিধানের 43 নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র শ্রমিক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান, অবসর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা সুযোগদানের ব্যবস্থা করবে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে যাতে কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো যায় তার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে। সংবিধানের 42 তম সংশোধনের দ্বারা এই ধারার সঙ্গে 43 (a) নামে একটি ধারা যুক্ত করে বলা হয় যে, শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান করবে।

[2] **প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠন বিষয়ক নীতি:** একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভারতীয় সংবিধানের 45, 46, 47, 48 এবং 49 নং ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

[a] সংবিধানের 45 নং ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার 10 বছরের মধ্যে, 14 বছর বয়স পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

[b] সংবিধানের 46 নং ধারায় বলা হয়েছে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে। এ ছাড়া তাদের সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যও রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

[c] সংবিধানের 47 নং ধারা অনুসারে জনসাধারণের পুষ্টিকর খাবার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী উত্তেজক পানীয় (মাদক) শুধু ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করবে।

[d] সংবিধানের 48 নং ধারায় ব্যক্ত হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজের ব্যবস্থা ও পশুপালন সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে। গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও ভারবাহী পশু যাতে নিধন করা না হয় রাষ্ট্র তা-ও দেখবে। সংবিধানের 42 তম সংশোধন দ্বারা 48 (ক) ধারাটি এর সঙ্গে যুক্ত করে বলা হয় যে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার উন্নতির ব্যাপারে এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে রাষ্ট্র চেষ্টা চালাবে।

[e] সংবিধানের 49 নং ধারা অনুসারে, চারুকলা, ঐতিহাসিক স্থান, স্মারক ও অন্যান্য বস্তুগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে।

[3] **শাসনকাঠামোর উন্নয়ন বিষয়ক নীতি:** সংবিধানের 40, 44 এবং 50 নং ধারায় শাসনকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে।

[a] 40 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার একক হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে তাদের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রদান করবে।

[b] 44 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের সকল নাগরিককে একই দেওয়ানিবিধির অধীনস্থ করার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

[c] 50 নং ধারা অনুসারে, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

[4] **আন্তর্জাতিক আদর্শ বিষয়ক নীতি:** সংবিধানের 51 নং ধারায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ও বিদেশনীতি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের এই ধারা অনুসারে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

মূল্যায়ন: ভারতের সংবিধানে সন্নিবিষ্ট নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, এইসব নীতি যদি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দেশে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসাম্য, বেকারত্ব দূরীভূত হবে। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হয়নি। তবে এইসব নীতির প্রয়োগ যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এ কথাও বলা যায় না। কারণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, অনগ্রসর শ্রেণিদের জন্য সংরক্ষণ, পরিবেশ সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন 2 ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

উত্তর

মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে স্বাধীনতার পরিবেশ। অপরদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মসূচি সংযোজন করা হয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে। তবে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—

[1] **ইতিবাচক ও নিষেধগত পার্থক্য:** নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ কাজ করা বাঞ্ছনীয় তার ইতিবাচক (Positive) নির্দেশ দেন। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারগুলি রাজনৈতিক গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্ কাজ রাষ্ট্রের করা ঠিক নয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয় ও বাধানিষেধ আরোপ করে।

[2] **বলবৎযোগ্যতাগত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অবস্থায় যদি মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সংবিধানের 32 এবং 226 নং ধারা অনুসারে আদালতে তা বলবৎযোগ্য হবে এবং এর দ্বারা নাগরিক অধিকার সুরক্ষা

পাবে। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, সংবিধানের 37 নং ধারা অনুসারে, সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। রাষ্ট্র জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে এগুলিকে প্রয়োগ করবে। কোনো নির্দেশমূলক নীতি প্রয়োগে সরকার অপারগ হলে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।

[3] **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য:** গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে মৌলিক অধিকারগুলি প্রযুক্ত হয়। অপরদিকে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ প্রযুক্ত হয়।

[4] **কার্যকারিতাগত পার্থক্য:** রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে আইন প্রণয়ন করে কার্যকর করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত কোনো আইনকে বর্জন করা যায় না। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করতে গেলে কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এককভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়, কিন্তু মৌলিক অধিকারসমূহ এককভাবে কার্যকর করা সম্ভব।

[5] **পরিধিগত পার্থক্য:** রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এর দ্বারা শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রকে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া যায়। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারসমূহ কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

[6] **অস্তিত্বগত পার্থক্য:** 1951 খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকস মামলার রায়দানকালে সুপ্রিমকোর্ট মন্তব্য করে যে, মৌলিক অধিকারসমূহের সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সাযুজ্য বজায় রেখে চলতে হয়। আবার 1958 খ্রিস্টাব্দে হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলার রায়দানকালে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত হল রাষ্ট্রের অবশ্যই নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কার্যকর করা উচিত এবং এক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহকে ক্ষুণ্ণ না করেই রাষ্ট্রকে তা করতে হবে। অতএব বলা যায়, যদি কোনো কারণে মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বিরোধ উপস্থিত হয় তাহলে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে মৌলিক অধিকারসমূহ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

[7] **গুরুত্বগত পার্থক্য:** যদি মৌলিক অধিকার ও পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহলে সমগ্র আইনটি বা মৌলিক অধিকারের সঙ্গে আইনের যে অংশটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেই অংশটি বাতিল হয়ে যাবে। অপরদিকে নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে অনুরূপে যদি আইনের কোনো বিরোধ দেখা দেয় বা কোনো অংশ যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ওই আইনটি বা আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে না।

[8] **আইন প্রণয়নগত পার্থক্য:** সাধারণভাবে মৌলিক অধিকারসমূহ এককভাবে কার্যকর হতে পারলেও এমন কিছু অধিকার আছে, যেগুলির জন্য আদালতের কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সরকার প্রয়োজনীয় আইন রূপায়ণ করতে পারে। অপরদিকে, নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

[9] **সমন্বয়গত পার্থক্য:** মৌলিক অধিকারসমূহ অবাধ নয়। সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ওইসব অধিকারের ওপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে এখানে সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রে এরূপ বাধানিষেধ না থাকায় ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামাজিক স্বার্থের কোনোরূপ সমন্বয়সাধন হয়নি। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দান করা হয়েছে।

[10] **গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতাগত পার্থক্য:** নির্দেশমূলক নীতিসমূহ পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে সমর্থ। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ পরিবর্তিত হতে পারে। এই কারণে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে 'গতিশীল' (dynamic) বলা যায়। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারসমূহ অপরিবর্তনশীল। কারণ পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে এগুলিকে পরিবর্তন করা হয় না। তাই মৌলিক অধিকারসমূহ 'স্থিতিশীল' (static)।

উপসংহার: জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত থাকতে পারে বা সংকুচিত হতে পারে। কিন্তু জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ স্থগিত রাখা বা সংকুচিত রাখার কথা বলা হয়নি।

প্রশ্ন 3 ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে সকল সংবিধান বিশেষজ্ঞ একমত হতে পারেননি। অধ্যাপক কে টি শাহ, অধ্যাপক কে সি হোয়ার প্রমুখ এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অপরদিকে, জি অস্টিন, বি এন রাও প্রমুখ এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক কে টি শাহ নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে ব্যাংকের চেকের সাথে তুলনা করে বলেছেন যে, টাকা থাকলেই যেমন চেক ভাঙানো যায়, নির্দেশমূলক নীতিসমূহও ঠিক তেমনই। আবার কে সি হোয়ার বলেছেন যে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ হল এমন একটি ইস্তাহার যা আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে একটু বেশি। অপরদিকে, অস্টিন নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সমাজবিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধন করার 'মূলমন্ত্র' বলেছেন। তবে সার্বিক দিক থেকে দেখলে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের যে যে তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয় তা হল—

[1] **রাজনৈতিক তাৎপর্য:** যেহেতু রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, সেহেতু অনেকে মনে করেন নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বিশেষ গুরুত্ব নেই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই নীতিগুলির রাজনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। নির্দেশমূলক নীতিসমূহ দ্বারা সংবিধান সরকারের প্রতি কতকগুলি নির্দেশ আরোপ করেছে। তাই এর পিছনে রাজনৈতিক ও নৈতিক উভয়প্রকার সমর্থন আছে। সরকার এই নীতিগুলির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। যদি সরকার নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে উপেক্ষা করে বা কার্যকর না করে তাহলে তাকে এর জবাব দিতে হয় ভোটের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে। জনগণ নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কার্যকর না করার জন্য ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্যদলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। ড. আম্বেদকর মন্তব্য করেছিলেন যে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পিছনে আইনগত সমর্থন না থাকলেও, একধরনের শক্তি তার পিছনে কার্যকর আছে। নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কার্যকর না করার জন্য আদালতের কাছে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে না হলেও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ভোটের সময় অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয়।

[2] **সামাজিক তাৎপর্য:** ভারতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথা সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনের দিকে লক্ষ রেখে নির্দেশমূলক নীতিসমূহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। মৌলিক অধিকার দ্বারা রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকটির ওপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের বিষয়টি নির্দেশমূলক নীতির মধ্য দিয়ে বিকশিত করা হয়েছে। এই নীতিগুলি সরকারের কাজের ক্ষেত্রে আরও গুণান্বিত ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। জি অস্টিন তাই মন্তব্য করেছেন যে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক।

[3] **নৈতিক তাৎপর্য:** নির্দেশমূলক নীতিসমূহ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে সামাজিক কল্যাণসাধন করার জন্য পথ নির্দেশ করে। যে ধরনের দলীয় শাসনই হোক-না-কেন প্রতিটি দলীয় শাসক বা সরকারকে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

[4] **সাংবিধানিক ও আইনগত তাৎপর্য:** নির্দেশমূলক নীতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনগত গুরুত্ব আছে। সংবিধানের 355 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রের কর্তব্য হল প্রত্যেক রাজ্যের শাসন যথাযথ পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা দেখা। এই কারণে রাষ্ট্র যাতে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করে এবং আইন প্রণয়নের সময় এগুলিকে যাতে মনে রাখে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যাতে সকলে একই কাজের জন্য একইরূপ বেতন পায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারেন। অনুরূপভাবে, সকল শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি ব্যাপারেও নির্দেশ দিতে পারে। আবার সুপ্রিমকোর্ট কোনো কোনো সময়ে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ওপর নির্ভর করে আইনের বৈধতা বিচার করেছেন। যেমন—1951 খ্রিস্টাব্দে বালসারা বনাম বোম্বাই রাজ্য মামলা, 1956 খ্রিস্টাব্দে কেরালা শিক্ষা বিল প্রভৃতি।

[5] **বিশ্বমানবতাগত তাৎপর্য:** রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 51 নং ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সমস্ত জাতির সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।

[6] **শিক্ষাগত তাৎপর্য:** নির্দেশমূলক নীতিসমূহ নাগরিককে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। তাই এর শিক্ষাগতমূল্য কোনো অংশেই কম নয়। শাসকের কাছে এগুলি যেমন শিক্ষণীয়, তেমনই শাসিত মানুষের কাছেও এগুলি সমানভাবে শিক্ষণীয়।

উপসংহার: অতএব বলা যায় যে, আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও নির্দেশমূলক নীতিসমূহের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এম ভি পাইলি বলেছেন যে, এই নীতিগুলি হল ভারতীয় নাগরিকদের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই নীতিগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার উপলব্ধিতে মানুষকে সাহায্য করেছে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির বাস্তবায়ন ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিভাগ গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি বলতে কী বোঝ ?

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানের চতুর্থ অংশে কিছু প্রয়োজনীয় কর্মসূচি সংযোজন করেছেন। এই কর্মসূচিগুলিকেই বলা হয় রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি। এই

অংশে প্রধানত চার ধরনের নীতি সংযোজিত হয়েছে। যথা— [1] অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতি, [2] প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত নীতি, [3] আন্তর্জাতিক আদর্শমূলক নীতি এবং [4] শাসন কাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি।

2 নির্দেশমূলক নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর ▶ নির্দেশমূলক নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য হল—[1] যদিও নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, তা-ও আইন প্রণয়নের সময় এগুলি যাতে কার্যকর হয় তার নির্দেশ সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। [2] এই নীতিগুলি প্রকৃতিগতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

3 নির্দেশকমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্য কী?

উত্তর ▶ নির্দেশকমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্য হল—[1] ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; [2] দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসারণ; [3] ন্যায়সংগত ও বৈষম্যবর্জিত এক সমাজব্যবস্থা স্থাপন করা।